মর্মী

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দশ আনা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

অগ্রজা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীর

করকমলে-

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

কবি অমিয়চন্দ্র বাংলার কাব্য-সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি "সন্ধ্যা", "সিন্ধুনী", "গোপন ব্যথা" ও "বীণা" নামক চারিখানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, ও বহু সাময়িক পত্রে লিখিয়া, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রখ্যাত হইয়াছেন, কাজেই এ নিবন্ধে কবির পরিচয়ের কোনো প্রয়োজনই নাই।

কবির ব্যক্তিগত যে পরিচয়ই থাকুক্ না কেন, তাঁহার আসল পরিচয় কাব্যে, যেমন বৃক্ষের পরিচয় তাহার ফলে। আর এই কাব্যের পরিচয়ই কবি-জীবনের সর্ব্বোত্তম পরিচয় বলিয়াই কবিরা মনে করেন। কবির জীবন হয়ত ছোট, তাহার আয়ু হয়ত স্বল্প,—সে জীবনে হয়ত বহু দোষ ত্রুটি, স্খলন, চ্যুতি আছে, কবির ব্যক্তিত্বের পরিচয় এইজন্য সাধারণের প্রিয় না-ও হইতে পারে, কিন্তু তাহার কাব্য—যাহা দেহাতীত, যাহা তাঁহার উচ্চ বা নীচ বংশজাত আভিজাত্য কিম্বা লজ্জার বহু উর্দ্ধে, যাহা তাঁহার দেহেরই পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়—তাহার পরিচয়, কবির অন্তরের পরিচয়, মনের স্বরূপ, চিন্তার প্রতিচ্ছবি এবং তাঁহার জীবনের অন্তরতম নিগূঢ় সাধনার সুপ্রকাশ। কাব্যের জাতি নাই, গোত্র নাই, কাল নাই, বয়স নাই—সে সকলকে লইয়া কিন্তু সকলের অতীত, কাব্য

কবি-জীবনের অন্তরতম তপস্যার ফল, কিন্তু প্রকৃত জীবন নয়, কাব্য সর্ব্বলোকের, সর্ব্বকালের নিখিল হৃদয়ের রাগ-রঞ্জিত চিরন্তন।

কবিত্ব শক্তি ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারী বা মোটর ড্রাইভিংএর মত শেখা যায় না—এ শক্তি লইয়া জন্মিতে হয়। শক্তিমান্ শক্তিসহ জন্মান্ এবং জীবনের স্রোতে, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনের ঘাতপ্রতিঘাতে, আশায় নৈরাশ্যে, অনুরাগে বিরাগে, লাভে লোকসানে, জয়ে পরাজয়ে এ শক্তি নিত্য স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সুখে বিলাসে জীবনের পরিপূর্ণ সুরা-পাত্রে কাব্যের উন্মেষ হয়ত তেমন ফলবতী হয় না, কিম্বা হয়, কিন্তু যেমন দুঃখে, দারিদ্র্যে, দৈন্যে, নিরাশায়, পরাজয়ে ও নিয়তির তীব্র কশাঘাতে ফুটে, তেমনটি বোধ হয় আর কিছুতেই সম্ভব হয় না।

মর্ম্মন্তুদ বেদনায় কাব্যের জন্ম, দারুণ নৈরাশ্যে কাব্য সুন্দর, গভীর পরাজয়েই তাহার রাজটীকা! ব্যথার কথাই তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। যুগে যুগে মানুষ তাই ব্যথার কথাতেই কাব্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। দুর্য্যোধনের অপরিমিত বিলাস-বাসনে মহাভারত নয়, পাণ্ডবের জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনা ও দুঃখদৈন্যেই মহাভারতের কথা অমৃত সমান। রাবণের বিপুল ঐশ্বর্য্য রামায়ণের সম্পদ নয়, সীতার প্রিয়-বিরহ দুঃখই রামায়ণের মেরুদণ্ড। বিরহী যক্ষের হতাশা এবং প্রিয়াসঙ্গচ্ছেদ-বেদনাই পুঞ্জীভূত মেঘসৃষ্টি করিয়া প্রিয়ার উদ্দেশ্যে যে আকুল নিবেদন জানাইয়া রাখিয়াছে—তাহা নিখিল নরনারীর চিরন্তন মর্ম্মকথা।

অব্যক্ত, অব্যক্তব্য, অকথিত বেদনাতেই কাব্যের জন্ম। কবি অমিয়-চন্দ্রের **মর্ম্মী** সেই অব্যক্ত বেদনারই অরুণরাগে আগাগোড়া সুরঞ্জিত। বাহ্যিক জীবনে সাধারণ মানুষের সচরাচর যাহা কাম্য, কবির সে সবই আছে—সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণবংশে স্বনামধন্য ভারতবিখ্যাত

পিতা ও মহীয়সী মাতার গর্ভে বিশিষ্ট অভিজাত বংশে জন্ম, শিক্ষা শালীনতা বিদ্যা অসাধারণ, এবং বিংশ শতাব্দীতে যতগুলি বিলাসের উপকরণ থাকা সম্ভব তাহার সমস্তগুলি করায়ত্ত করিয়াও তাঁহার কিসের এমন বেদনা ?

বেদনা আছে—ব্যথা আছে—একটা দুর্বিসহ যন্ত্রণা আছে, যাহা প্রতিনিয়ত কবির অন্তরকে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতেছে! আর স্মৃতির সেই দংশন-যাতনাতেই কবির সমস্ত কাব্যের উদ্ভব। কবিতার সুরধুনী বেদনার গোমুখী হইতেই যে ঝরিয়া পড়ে! যুগে যুগে এই মহাতীর্থের প্রক্ষিপ্ত জলকণাই নরনারীর নয়নে অশ্রু, প্রধাবিত সিক্ত উপলখণ্ডগুলিই তাহাদের মনে স্মৃতির তাড়না এবং বিপুল জল-কল্লোল ইহাদের কর্ণ বধির করিয়া দিয়া অন্তরের মধ্যে তুমুল তুফানে তোলপাড় তুলে।

মর্মরীতে তাই যখন দেখিলাম—

"যে আকাশ ধরেছিল নীল ছত্রখানি
যে ধরণী পেতেছিল ধূলার আসনখানি
যে বাতাস ব্যজন করিল অদৃশ্য চামরখানি
যে দেখাল' জীবনের প্রথম আলোর বাণী"—

—তখনি বুঝিলাম, কবির দুঃখ কোথায় এবং সে দুঃখটা কিসের।

কবি তাঁহার মানসীর বিরহ-ব্যথায় আকুল। এ মানসী মানুষী কিনা, তাহা বোঝাও বড় শক্ত নয়; তবে ইনি যে সমস্ত হৃদয় মন অধিকার করিয়া কবির অন্তরে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

"অন্তরের অগ্নি সত্য গুপ্ত রাখি

*   *   *   *

যদি ভুলে যাই নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যলিপি

*   *   *   *

যদি ভিক্ষা চাহি মালাখানি তব কণ্ঠ হতে
যাচি তব কণ্ঠস্বর আর একবার
যদি তব শুভ্র শান্তিময়ী অঙ্গুলির
পরশন ভিক্ষা মাগি ললাটে আমার

*   *   *   *

মোরে ফিরে যেতে তুমি ক'য়ো প্রিয়া
চিরন্তনী ছলনার গূঢ় অন্তরালে—"

"মরমীর" সমস্ত কটি কবিতাতেই এই সুর।

আমি তোমায় চাই, কিন্তু পাই না কারণ সত্য যাহাই হউক্, এ কামনা, এ দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষাকে আমায় ছলনার জালে লুকাইয়া রাখিতেই হইবে। ইহাই বিধিলিপি! মরমীতে নিরাশের ব্যাকুলতা এবং সমাজভয়ে ভীত দুইটি মনের কুণ্ঠিত কামনায় যে দ্রোহবিষ ফেণায়িত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই স্নিগ্ধ-করুণ-গানেই মরমীর প্রতিষ্ঠা। কবির এই বাঞ্ছিতাটি কেমন—

—"এ জীবনের দিকে দিকে প্রিয়া
আপনারে রেখেছ ছড়ায়ে

*   *   *   *

তারপর এ জীবন সহসা ফুরালে
তুমি রবে এই মোর গানের আড়ালে

আর এই প্রিয়াকে বলিয়াছেন—

"লক্ষ লক্ষবার কত শত রূপে

*　　*　　*　　*

তোমারে দেখেছি আমি জলে স্থলে
কতখানে, নীলাম্বর তলে।"

সন ১৩৩৮ সাল
২৯শে ভাদ্র (১৫।৯।৩১)
৪৫।১।এ, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী পত্র

জন্মদিন	১
সন্ধান	৫
নিয়তি	৬
সর্ব্বময়ী	৮
স্মরণে	৯
ব্যর্থ ভিক্ষা	১১
বন্ধন	১৩
সঙ্গিনী	১৪
মৃতের উক্তি	১৬
উজান	১৮
অতৃপ্ত	২০
পয়লা বৈশাখ	২৩
রিক্ত	২৭
একটি দিন	২৯
বঞ্চিতা	৩১
দূরে	৩০
শান্তি	৩৫
চঞ্চল	৩৭
অবসান	৩৮
বার্ত্তা	৩৯
ব্যথার পরশ	৪০
নিষ্কাম	৪২
কল্পনা	৪৪

মরমী

জন্মদিন

বহু বর্ষ গত হ'ল আজি এই দিনে
বিধাতার কোন্ এক নির্দ্দিষ্ট লগনে,
অদৃশ্য ভাগ্যের ক্রীড়নক হ'য়ে এসেছিনু কবে,
কোন্ অজানা পথের নির্দ্দেশ শুনিনু নীরবে।
আজন্ম আজিও ছুটি কোন্ সেই দিগন্তের পথে
অস্থির চির-চঞ্চল কোন্ ছায়ার রথে।
এ মোর আকুল বেদনা-বিলাপ, ঘর্ঘর-নির্ঘোষে ডুবে মরে যায়
কে দিল মোরে ভাগ্যের লিখন কবে, আজিকার দিনে হায়?
কবে সেই হাসিল ধরণী মহাদ্যুতির প্রথম কিরণে
আজ মনে পড়ে, এই আজিকার ভাগ্যের রবিহারা গগনে।

সে কবে এসেছিল, ক্ষণিক আলোর মত, আমার এ জীবনে ;
সেই মোর নিহিত ব্যথার দিনগুলি, আজি জাগে ঘুমে জাগরণে।
সে ছিল আমার অতি আপনার, আজি শুধু র'য়ে গেছে
অফুরন্ত মায়ার স্বপনে,
নিত্য-শিশু সম খেলা করি, অনির্দ্দিষ্ট কোন খেলা
চিরদিন কিসের ছলনে।
যে আকাশ ধরেছিল নীল ছত্রখানি,
যে ধরণী পেতেছিল ধূলার আসনখানি,
যে বাতাস ব্যজন করিল অদৃশ্য চামরখানি,
যে দেখাল' জীবনের প্রথম আলোর বাণী,
আজি তা'রা কোথা সেই বিস্মৃত অতীতের কৃষ্ণ যবনিকার
কোন্ অন্তরালে
মাঝে মাঝে ডাকে মোরে উচ্ছল আবেগ ভরে
মোহিনী ধরিত্রীর খেলার আড়ালে।
তা'দের অশ্রুত আহ্বানগুলি মিশে যায় মোর প্রতি গানে,
আমি শুধু ছুটে যাই শূন্যময় লক্ষ্যহীন সম্মুখের পানে ;
বহুদিন গত হ'ল্ আজি, যাহারে বিশ্ব গিয়াছে ভুলি,
এই আজিকার দিনে
কে দিল আহুতি মোরে, এই অনিবার্য্য অদৃষ্টের প্রজ্জ্বলিত
হোমের আগুনে !

মরণ

অজানিত ভবিষ্যতের ঘনীভূত আঁধারের মাঝে, দিবস শর্বরী
আমারে রাখিতে চাহে, রক্ত মাংস কঙ্কালের সীমাবদ্ধ করি—
কোন্ ক্ষুব্ধ উন্মাদের খেলার প্রতীক্ করি
আমারে রাখিতে চায় ধরি।
নদীস্রোতঃ সম কালেব প্রবাহ চলে
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রতিদিন
আপন দুয়ার খুলে, ভাগ্য আসে ছুটে হায়, চিরচঞ্চল চিরনবীন ;
সাথে আসে, মোর মোহন মরণ
প্রসারিয়া বাহু দুটি আলিঙ্গন তরে,
যেন আমারি বিরহে, আবদ্ধ বেদনা ভরে আমারে আহ্বান করে।
মৃত্যুর সে নিমন্ত্রণ, আমি শুনি এ জীবনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে—
অতি স্পষ্ট করি এই আজিকার দিনে।
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, রবি যবে দিয়ে যায়
রক্ত-রশ্মির শেষ মাল্যখানি
পশ্চিম দিগন্তে লক্ষ লক্ষবার, আমি দেখিয়াছি
মৃত্যুর রক্তিম জয়ধ্বজাখানি।
যে অব্যক্ত বারতা সেই সন্ধ্যা-গগন, মোরে দেয় আনি,
সে আমার গৌরবের মহাপরাজয়, আমি লই মানি।
প্রভাতে প্রভাতে গগনের রবি পুনঃ আসে ফিরে,
অস্তগত ভাগ্যরবি, আর কভু আসে না ফিরে ;

আমি জানি হারায়েছি শুভজন্মের সেই প্রথম লগন,
শঙ্খের সেই মঙ্গলধ্বনি, নাম-হারা অতীতের অতলে মগন।
অদৃষ্টের অক্লান্ত রথচক্র অবিরত ছুটে চলে যায়,
আলোড়িত, উত্থিত ধূলিকণাগুলি দিগন্তে মিলায়—
কতরূপ ধরি তবু ফিরে আসে জীবনের প্রতি বর্ষ মাঝে,
কভু বেদনার—কভু অনাগত বাঞ্ছিত মরণের অভিনব সাজে—
অতীতে বর্ত্তমানে, সুখে দুখে মিশ্রিত হ'য়ে,
সর্ব্বশেষ দীপশিখার শেষ রশ্মি ল'য়ে—
ফিরে আসে এই দিন ; আজি তাই এই জ্ঞানহারা
আনন্দের দিনে
এ জীবনের কবে-আসা, প্রথম জনমদিন আজি পড়ে মনে।

সন্ধান

জীবনের এই ধূলিকীর্ণ
দীর্ণ পথটুকু মোর,
তোমারি প্রিয়চিহ্নগুলি প্রিয়া—
সবটুকু ছেয়ে রহে নিরন্তর !

মাধবী-সন্ধ্যার মর্ম্মরধ্বনি
ভেসে যায় গগনের বাতাসে বাতাসে,
তা'রি মাঝে তব নাম
আমি লক্ষবার শুনি !

পথের সেই পুঞ্জীভূত ধূলি যবে
ওঠে ফুটে পুষ্পরূপে বসন্ত নিশীথে—
স্বপ্নরূপে অতৃপ্তির হয় অবসান,
বুঝি তবে, চিরপ্রিয়া, ব্যর্থ কভু নহে,
সে বেদনা, সে সাধনা, মরুহারা ধারা
অতলে অসীমে খুঁজে পেয়েছে সন্ধান।

নিয়তি

যে মিথ্যার অর্থহীন আবরণে
এ অন্ধ বিশ্ব চলিয়াছে চিরদিন,
ঘন-কৃষ্ণ সেই, ধূম যবনিকা
অফুরন্ত পাপ-পঙ্কে ছলনা-মলিন,
গর্ব্বিত মানবের জ্ঞান অভিমান
তাহারে করেছে সৃষ্টি, ব্যর্থ উপাদান ;
অন্তরের অগ্নি-সত্য গুপ্ত রাখি,
ভ্রান্ত মনে বোঝে নাই নিজ অপমান।
অদৃষ্টের অনিবার্য্য এ বিধান,
কভু যদি কোন দিন হয় বিস্মরণ,
ভুলে যাই নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যলিপি,
তৃষ্ণায় কাতর বাণী করি উচ্চারণ—
ভিক্ষা চাহি মালাখানি তব কণ্ঠ হতে,
যাচি তব কণ্ঠস্বর আর একবার,
তব শুভ্র শান্তিময়ী অঙ্গুলির
পরশন ভিক্ষা মাগি ললাটে আমার,

মরমী

ফিরে যেও, সে কথা শুনো না প্রিয়া,
জ্ঞানহারা উন্মত্তের মরণ প্রলাপ ;
ভাগ্যলিপি মোর করায়ো স্মরণ,
আমার মঙ্গল তরে দিও অভিশাপ ;
মোরে ফিরে যেতে তুমি ক'য়ো প্রিয়া,
চিরন্তনী ছলনার গূঢ় অন্তরালে,
তুমি শুধু অস্পৃশ্যে এঁকে দিও
দুর্ভাগ্যের কৃষ্ণটীকা মোর ভাগ্যভালে।

সর্ব্বময়ী

এ জীবনের দিকে দিকে প্রিয়া আপনারে রেখেছ ছড়ায়ে !
সর্ব্বহারা যবে
এই মর্ম্মহীন ভবে,
বক্ষ হ'তে টেনে লয় সবটুকু দয়া
আমার সে করুণার মাঝে প্রিয়া,
আপনারে রেখেছ জড়ায়ে !
এ জীবন যতদিন মুক্ত বায়ু সম, তোমার করুণাগন্ধ
বহিয়া বেড়াবে,
মোর বেদনার অভেদ্য যবনিকা, তোমারে চিরদিন
যতনে রাখিবে ;
তোমার মন্দির তলে তুমি পাবে নিত্য-পূজা মম,
উচ্চারিব অসম ছন্দ মোর, দেবতার মন্ত্র সম !

তারপর এ জীবন সহসা ফুরালে—
তুমি রবে এই মোর গানের আড়ালে ।

স্মরণে

লক্ষ লক্ষ বার কত শত রূপে
কভু স্পষ্ট, কভু চুপে চুপে,
তোমারে দেখেছি আমি জলে স্থলে
কতখানে, নীলাম্বর তলে।
খর নিদাঘের অসহ উত্তাপে যবে, জর্জ্জরিতা ধরণী,
শুষ্ককণ্ঠী পিপাসিতা বিহগীর আর্ত্তস্বর উঠিয়াছে রণি',
চারিভিতে শুধু নীরবতা, শুধু খর তাপ
মধ্যাহ্ন-রবির অগ্নিময় নির্ম্মম প্রলাপ—
তবু আমি তা'রি মাঝে পেয়েছি প্রিয়া,
তোমার স্পর্শের মত, সুশীতল তরুছায়া—
তখনি ঝ'রেছে অশ্রু তোমারে স্মরিয়া ;
— প্রিয়া—!

ঘন বরষায় জলধারা মূষলের মত
ধরা 'পরে দিবারাত্রি প'ড়ি অবিরত
প্লাবনের ধ্বংসস্রোতে, অসহায় দীনের কুটীর,
ভেসে চলে যায়, সাথে লয়ে তপ্ত অশ্রুনীর ;

তবু যবে দেখি, তা'রি মাঝে নিদাঘের তাপদগ্ধ
পিপাসিত বৃক্ষরাজি,
সুশীতল বারির সিঞ্চনে, তরুণ শ্যামল, নবপল্লবের
স্নিগ্ধ সাজে সাজি'
ক্রমে ক্রমে এক এক করি' উঠিছে জাগিয়া,
আমি দেখি এলে তুমি, তব সঞ্জীবনী স্পর্শটুকু নিয়া ;
—প্রিয়া !

সারা দিবসের ক্লান্তি-ভরা ম্লান সন্ধ্যাবেলা ;
নিথর নিস্তব্ধ ধরণী ;
অস্তগত দিবাকর ; বৃক্ষশাখা নিস্পন্দ অচল ;
নীরব বিহঙ্গ-জননী ।
অযুতে অযুতে ফুটে ওঠে তারাগুলি ;
গৃহে গৃহে জ্বলে ওঠে দীপ-শিখা
ধ্যানমগ্ন মনে বুঝি, এ'ও তব তিমির-নাশিনী
উদার দয়ার রেখা !
যবে নিশি নিশি অবসাদ ঘিরে রহে জীবন জুড়িয়া,
আমি বুঝি শুধু, তা'ও তব নিঃসীম নিদ্রার ছায়া ;
—প্রিয়া !

ব্যর্থ ভিক্ষা

আমি ভেসে চ'লে যাই—
অবশ নিথর বিশ্ব দেখিছে দাঁড়ায়ে,
আমার প্রার্থনাটুকু
অশ্রুত ধরণী মাঝে ; গিয়াছে ফুরায়ে।
যে বেদনা, আমার গানের ভাবটুকু থেকে
মলয় রাখিল বন্দী করি আপনার বুকে ;
সে রহিল বন্ধ শুধু মুক্ত কারাগারে
এ জীবনের সাক্ষী সম ধরণীর 'পরে ॥
আমি চলি পথ দিয়ে
নিঃসঙ্গ জীবনের আয়ুটুকু ল'য়ে,
মোর পানপাত্র খানি
নীরবে, চুম্বনে চুম্বনে শূন্য ক'রে দিয়ে।
সেই শূন্যতারে, তা'রা দেয় পরিপূর্ণ করি
কোন ব্যথাহীন উদাসীন আঁধারে আবরি',
আমার পাথেয়টুকু কেড়ে লয়ে যায়—
অন্তর কাঁদিয়া ওঠে নিষ্ঠুর হেলায় ॥

আমি দ্বার খুলে দিই
আবদ্ধ এ হৃদয়ের প্রতি কোণ হ'তে—
দীনের আহ্বান সম
নিত্য ভিক্ষার আবেদন ছড়ায়ে জগতে ;
কোন্ অপকল্পিত, মনুষ্যত্বের ভ্রান্ত অভিমান,
তা'রা ল'য়ে বিতরিছে বিশ্বে মধুর অজ্ঞান,
বাহিরের লোভে তারা আপনা মাতায়।
মোর ঘর, খোলা দ্বার রিক্ত রয়ে যায়॥
আমি কহি "শোনো শোনো—
হে ভাগ্যের খেলার মুগ্ধ পুতলিগুলি !
বুঝে লও আপনারে—
রবে না এ চিরদিন, লগ্ন যাবে চলি'—
শিক্ষা লভ অদৃষ্টের নির্ম্মম উপহাস হ'তে ;
সে দিন পাবে না, অতীতে ফিরিয়া যেতে।"
তা'রা কহে "হে উন্মাদ, মিথ্যা তব বাণী,
অঙ্গ-সীমা মধ্যে যাহা, সত্য বলি মানি॥

বন্ধন

জানি আমি, মোর এই নিঃসঙ্গ জীবনে,
বাঁধা আছি চিরদিন তোমারি স্মৃতির নিগূঢ় বন্ধনে,
ক্ষণিকের সুখ, আনন্দের কোলাহল, সব শুধু কল্পনার খেলা,
তুমি-হারা এ জীবনে অহরহ লেগে আছে ছলনার মেলা।

সত্যের পরশ লাগি মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণ ;
যে আগুন বক্ষরক্তে একদিন পেয়েছে নির্ব্বাণ,
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠে, আমারে দহন করে—
আরো রক্ত, আরো ব্যথা, মোর কাছে আজো ভিক্ষা করে।

আমি চাহি ছুটে যেতে ; একবার লভি' তব দেখা,
ক্ষমা লব মাগি' ; নিভে যাক্ এ অনন্ত বহ্নিশিখা।
চেয়ে দেখি দিকে দিকে অদৃষ্টের মুগ্ধ পুতলিগুলি
মোর পানে চাহিছে কাতরে ; অজ্ঞানে ছলিছে নিজেরে,
আমারে তা'দের আপনার বলি।
চরণ আমার ওঠেনা আর ; তা'রা যে আমারে রেখেছে ঘিরে,
মোর 'পরে, তা'দের বিশ্বাসের অলঙ্ঘ্য প্রাচীরে।

সঙ্গিনী

হে মোর জীবনের চিন্তা-সহচরি !
তাই ভাল, তাই ভাল, তুমি ল'য়ো আপনার বর্ত্ম বিচারি,
সুবাসিত হিম-ছায়া-ঘেরা
জীবনের রুদ্র তাপ-হরা,
তরঙ্গিনীর বিক্ষিপ্ত মায়াতট ধরি'
তোমার জীবন-পথ রহুক বিস্তারি'।

আমি যাব আপনার ধূলি-ঢাকা ভিন্ন পথ বেয়ে,
রবি-চন্দ্র-তারা-হীন অনন্ত আঁধার সে পথ রহিবে ছেয়ে ;
দুঃসহ পাপের বোঝাগুলি মাথে করি' লব'
বিস্মৃতির নিষ্ঠুর তমিস্র মাঝে সেথা ডুবে রব' ;
ক্ষণে ক্ষণে কোন্ নিশাচর বিহঙ্গের নিঃসঙ্গ আহ্বানে
অকস্মাৎ নভঃ-চ্যুত শত বজ্র গর্জ্জনে
শুনে লব মোর নির্দ্দয় অদৃষ্টের গুপ্ত দৈববাণী,
তা'রি শব্দ নির্দ্দেশে পথ লব চিনি'।

অন্তরের মঙ্গল কামনা মোর চিরদিন তব সাথে রবে,
পথ পার্শ্বে তব, তরল বেদনা মোর, তটিনী রূপে বহিবে নীরবে।
আমার কল্পনা রহিয়া রহিয়া,
সেথা ছুটে যাবে ভাসিয়া ভাসিয়া,
ঝরা ঝরা কিংশুক কিশলয়, ঢেকে রবে তব সারা পথখানি,
আপনি নামিয়া চন্দ্র, আরতি করিয়া যাবে তব প্রিয় মুখখানি।

সেথা হ'তে আমি রব বহু দূরে—
মরণ-প্রহরী-বেড়া কোন্ মায়াপুরে।
মোর সেই নির্জ্জন পথ বাহিয়া
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা যাবে তোমারি নামটি গাহিয়া,
সন্ধ্যার সিন্দূর আলোকে
বৃক্ষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে
দেখে লব তোমার আঁখির জ্যোতিঃ,
তা'রি মাঝে শুনে লব শূন্যতার পরিহাস ; সেই মোর
নিগূঢ় নিয়তি !

মৃতের উক্তি

জানি জানি, জানি আমি, সাথীহীন সন্ধ্যার স্তব্ধতার মাঝে
নীরবে, শুধু তোমারি বেদনাটুকু চিরদিন বাজে।
অলক্ষ্যে বহিয়া আনে আমার অভিন্ন বন্ধু উদার বাতাস—
তোমারই জীবনের অনন্ত অস্ফুট আভাস।

আমি হেথা আসিয়াছি একা,
সাথে নাই বসন্তের শোভা, কোকিলের গান, ময়ূরের কেকা,
নিঃসঙ্গে আরোহিয়া গগনের অভ্র 'পরে চলি ভেসে ভেসে,
জন্ম-মৃত্যু লঙ্ঘিয়াছি নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্ট-নির্দ্দেশে।
তোমার বাস্তব অস্তিত্বটুকু হেথা আনি নাই,
ইন্দ্রিয়ের বক্ষে বদ্ধ মদির উল্লাস আর নাহি চাই ;
নশ্বর দেহীর অর্থহীন কোলাহল এসেছি ছাড়ায়ে—
আপনার দেহটির উন্মত্ত দহন নীরবে দেখেছি
আপনি দাঁড়ায়ে ;
পবন-বিক্ষিপ্ত অলক তোমার
অদৃশ্যে চুমিয়াছি কত বার বার ;

স্মৃতির মন্দির মাঝে আজো আছে মূরতি তোমার—
আমার ধারণাটুকু তোমার কল্পনা মাঝে ভেসে গেছে কতবার।
তুমি রহ ধরণীর বক্ষ পূর্ণ করি,
বহু দূরে আমি থাকি উন্মুক্ত মলয় সন্তরি ;
সন্ধ্যার উজ্জ্বল দীপালিরাশি পথটুকু দেখায় তোমারে—
আমি গেছি আজ, আলো-ছায়ার দুয়ার-বাহিরে !
পুলকিত ধরণীর বর্ষগুলি গণে' যায় রবি আর রজত চন্দ্রমা,
যুগ যুগ ছেয়ে রহে আমার লহমা।

এই মোর নির্জ্জন জীবন মাঝে,
মুক্ত হ'য়েছি আজ ;—তোমার কাতর মিনতিগুলি তবু
আজো বাজে।
মনে পড়ে কবে সেই দিয়াছিনু, তব শুভ্রকণ্ঠে শ্বেত ফুলহার,
সেই মৃত মাল্যখানি আজিও রয়েছে বেঁচে আপনার গন্ধে তার।
এ মোর কল্পিত মুক্তিটুকু, মুক্তি নহে প্রিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে তোমার স্মরণগুলি, আমারে বাঁধিছে আরো
নিগূঢ় করিয়া।

উজান

ব্যথিয়া উঠিছে আজি কুঞ্জে কুঞ্জে
স্বপনের স্মৃতি,
নদীজলে ব'হে যায়,
কোন্ পিপাসার গান—
ভেসে আসে কোন্ কবে-ভুলে-যাওয়া—
মলয়ের গীতি।

মনে পড়ে এই মোর মানস সরোবরে
কবে তুমি ফুটেছিলে সৌভাগ্য নলিনী !
আপনার প্রতি পল্লব চূর চূর করি'
আবার কবে গিয়াছে ঝরি';
প্রদর্শিলে রূপ শুধু,—
গন্ধ দাওনি।

এ জীবনে, অসহ্য উত্তাপে যবে
জীবনের সবটুকু প্রায় এনেছিল নাশি';
একদিন সৌভাগ্য আমার
সেই খরতাপ মাঝে মেঘ হ'য়ে উত্তরিল আসি।

শান্তির ছায়া বলি'
সে শুধু বিতরিল অমা,
জল দিল না ;
একদিন যে জ্বলেছিল, ভাগ্যের প্রদীপ—
সে শুধু উদ্গারিল ধূম,
আলো দিল না।

অতৃপ্ত

এবারের ফাল্গুনের এই প্রথম সায়াহ্নে
পৃথিবীর মুখ্য শোভাগুলির, বাৎসরিক প্রতি উজ্জল চিহ্নে,
আমি দেখি আজি তব দেহহীন ছবি,
লহমার হে ক্ষণিক দেবি !
ভাষাহীন কবিতা তোমার
উচ্ছল মলয়ানিলে আমি শুনি বার বার,
তোমার আহ্বান, লুপ্ত আজি অনন্ত বেদনায়
হায় !
ক্ষমা কর দেবি, সম্বর তব ক্ষুব্ধ অভিমান,
অক্ষম হয়েছি আমি নিশ্চল নিষ্পন্দ এ প্রাণ।
তোমার সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই—
ক্ষণে ক্ষণে মন-মাঝে জেগে ওঠে তাই।

আমি ভেবেছিনু দেবি, এই অভিশপ্ত জীবনের
অনন্ত সময় মাঝে—
তোমার মুক্ত দুয়ারে পিপাসিত ভিখারীর সাজে,—
আমি যাব একদিন গোধূলি লগনে
এ জীবনের কোনো একদিনে।
আমি বুঝি নাই, তোমারো নিমন্ত্রণ ছিল মধু অমরায়
মৃত্যুরথ তরে শুধু ছিলে অপেক্ষায় ;
যখনি আসিল রথ রঙিন্ হ'য়ে আকর্ষণী আপন মায়ায়,
আমার যাবার আগে তুমি চলে' গেলে আলোক ছায়ায় ;
হায় !

মনে পড়ে সেই একদিন সকাল বেলায়
মোর কাছে তব পরাজয়, লয়ে ছিলে মানি, অস্ফুট ভাষায়।
হে দেবি, লও লও ফিরে লও, মোর এই জয়মাল্যখানি ;
এ নহে পরাজয় তব, এ নহে গৌরব আমার,
এ শুধু মোর অন্ধতার গ্লানি—
নীরব ব্যঙ্গ-ভাষে মোরে জর্জ্জরিত করি
রহে হেথা দিবস শর্ব্বরী।
আজি তুমি অমরার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীরূপে
ব'সেছ কি স্বর্ণ-সিংহাসনে দেবতার অলক্ষ্যে চুপে চুপে ?

অন্তরের নিহিত-ব্যথা কি তব কাণে কাণে কহে—
"মানুষের মূল্যের হেথা রক্ত-মাংসে পরিমাপ নহে,
হেথা স্বরগের নিত্য কবি
আঁকে শুধু অন্তরের ছবি,
সে অগ্নি-কাব্যের গূঢ় সত্য বাণী
দেবতার দিব্য প্রাণে নিত্য ওঠে রণি"—?

মনে পড়ে মর্ত্ত্যে যবে ছিলে, সেই আর একদিন
বিকাল বেলায়
তুমি ব'লেছিলে গাবে গান, আমি যবে ব'সে রব
তব কুঞ্জের দোলায়।

তোমার সেই কথাটুকু মনে পড়ে আজি,
জীবনের কথায় কথায়,
শুধু বৃথা ; হায় !

হে দেবি, তোমার সেই প্রতিশ্রুত গানখানি গাও আজি
অমর সভায় ;
এ বিষণ্ণ ধরণী 'পরে আমি শুনে লব হাওয়ায় হাওয়ায় ;

তোমাতে আমাতে শুধু গগনের ব্যবধান ;
গাহ গাহ, গাহ দেবি ! গাহ তব গান !
ব্যর্থ কর মৃত্যুর দর্পিত আস্ফালন,
প্রমাণিত কর আজি, যথা প্রেম, প্রাণ তথা নিত্য চিরন্তন।
আমি হেথা তোমারি পুণ্য-স্মৃতির লাগি,'
সবার করিব মঙ্গল-কামনা, অন্ধকারে নিশি নিশি জাগি'।

আজিকে যে শুনেছি তব অব্যক্ত আহ্বান,
সে মন্ত্রের অবাধ্য শক্তি, ধন্য করুক তব নিঃশেষ
জীবন্ত নির্ব্বাণ—
বহুক ধরণী 'পরে তোমার মঙ্গল বায়ু,
আমি তারে দিয়ে যাব মোর, বাকিটুকু আয়ু।

পয়লা বৈশাখ

আবার এসেছে ফিরে পয়লা বৈশাখ ;
ঘরে ঘরে আবার উঠেছে বেজে নববর্ষের আগমনী শাঁখ
অজানিত সুখ দুখ, কত যাওয়া কত আসা,
কত হতাশের আশার অদম্য পিপাসা
আপন অদৃশ্য বক্ষে গুপ্ত করি রাখি'
অসম্ভব মরীচিকা প্রলোভনে ঢাকি'
ধরণীর লক্ষ লক্ষ মনে, কেটে যায় আঁক্,
এই পয়লা বৈশাখ।

বসন্তের হ'য়েছে নিঃশেষ,
আজি হ'তে ধরণী ত্যজিবে, শ্যামলিম বেশ,
না ফুটিতে মুকুলে বকুল পড়িবে ঝরিয়া,
অনাঘ্রাত গন্ধ তার মরিবে কাঁদিয়া।
ব্যর্থ জনমের অসহ্য বেদনা
লুপ্ত হবে মরণের সাথে ; কোনখানে পাবে না সান্ত্বনা।

ওই সুবাসিত, মুকুলিত আম্র শাখে শাখে,
লুপ্ত কুন্তল সৌরভ তার, আমি ধরেছিনু রেখে,
তাও যাবে, সেও আজি হবে ছারখার—
সে শুধু ফিরায়ে দেবে যাতনা আমার।
কিংশুক পুষ্পগুলি রেখেছিল ধরে, তা'রি অধরের অলক্তক রাগ,
আজিও হাসিছে ফুটে, আজিও তা'রা মরণে বিরাগ ;
তবু কহে এই দিন "যাক্ যাক্ সব যাক্,
আমি যে এসেছি ফিরে, পয়লা বৈশাখ।"

গত বরষের দিনে দিনে এক এক করি'
আমার নয়ন হতে বিন্দু বিন্দু যত অশ্রু পড়িয়াছে ঝরি'
পিপাসিত এ ধরণী মুছে দেছে তার প্রতি রেখা—
এই হৃদয়ের অব্যক্ত ইতিহাসে শুধু রবে লেখা।
আমি জানি তা'দের কুড়ায়ে পাব না ফিরে—
তা'রা গেছে ডুবে, গত বরষের অনন্ত গহ্বরে ;
দিন যায়, দিন আসে, স্মৃতি রহে ঘিরে ;
যে গিয়েছে একবার চ'লে, তারে কভু পাইনা ফিরে—
তা'দের অনন্ত বিরহে চিরদিন রহিব নির্ব্বাক
এই আজি হ'তে—পয়লা বৈশাখ।

মরমী

যে বরষ যায় চ'লে আর নাহি ফিরে,
সুখ দুখ বিজড়িত স্মৃতিগুলি তাদের রহিবে ঘিরে।
আজি এই শেষ বিদায়ের ক্ষণে—
গত বর্ষ কহিছে কাণে কাণে—
"সাধ্যের মাঝারে যে দিন আমার কুলায়েছে যত,
তোমারি সুখের লাগি, মোর ডালি, উজাড় করিয়া
দি'ছি অবিরত,
সে দিন ত' তুমি হাসিমুখে দু'বাহু বাড়ায়ে
আনন্দের প্রতি কণা নিয়েছ কুড়ায়ে,
রিক্ত আমি আজ, মোর ফুরায়েছে বেলা,
তাই কি ত্যজিবে মোরে আজি, করি' অবহেলা ?"
অজানিত নূতনের অব্যক্ত মায়ায় কহিছে ধরণী,
"যাক্ ও যাক্
আজি হ'তে বরিব নূতনে—আজি পয়লা বৈশাখ।"

রিক্ত

গিরিরাজ বক্ষ হ'তে
এই ধরণীতে—
ঝর্ ঝর্ ঝরিছে নির্ঝর—
উচ্ছল আপন বেগে বহে নিরন্তর।
একা আমি বসি' হেথা তা'রি পদমূলে,
তটিনীর করুণার কূলে।
জ্যোৎস্না-হসিত পূর্ণিমার স্বচ্ছ মধ্যরাতে :
আঁখি যবে মুদে আসে সুপ্তির আঘাতে,
সারা জীবনের ঘনীভূত অবসাদ—সব ছুটে আসে,
অপ্রাপ্ত শান্তির নিঃসীম পিয়াসে।
তা'রি মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বপনের ক্ষণিক বিরামে,
কে যাচে আমার ক্ষমা, অনুতপ্ত মন্থর সরমে—
ঐ গিরিশ্রেণীর অনাদি ওপার হ'তে,
ভেসে আসে ক্লান্তি-হরা স্নিগ্ধ বাতাসেতে
মোর গুপ্ত বাঁশরীর লুপ্ত বেহাগ সুর—
অকরুণ অবহেলায় বেদনা আতুর!

মরমী

ঐ দূরাগত বংশীধ্বনি সাথে
ক্ষুণ্ণ করি আজি, পূর্ণ নিশীথের নাথে,
কে পাঠায় ক্ষমা ভিক্ষা তার, মোর অন্তরেতে—
এই স্তব্ধ মধ্যরাতে !
কিছু নাই, কিছু নাই, রিক্ত এ জীবন,
এসেছি সকল দিয়ে, বাকি শুধু রেখে দি'ছি আপন মরণ ;
হে অজানা, হে সুদূর, শান্ত কর তব ব্যথাতুর প্রাণ,
তব ভিক্ষারই সাথে সাথে, মোর ক্ষমা হ'য়ে গেছে দান—
আমার যা কিছু ছিল, বিশ্বমাঝে র'য়েছে ছড়ায়ে,
যা' চাহ যখনি, তুমি নিও আপনি কুড়ায়ে।

একটি দিন

শুধু একটি সুখের দিন
(ওগো) আমি চেয়েছিনু ঋণ,
এবার বুঝি বা এল' না ভাগ্য
সে দিনের ডালি নিয়া,
জীবনের বৃন্ত হ'তে বুঝি তাই,
আশার কুসুম পড়েছে ঝরিয়া !

আজি এই নিদাঘের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার গগনে
আসন্ন কালবৈশাখীর শীতল আহ্বানে
ভীমবেগে ছুটে আসে জল-ভরা উত্তর বাতাস,
ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায় তোমারি আভাস
যে গন্ধটুকু বন্দী ছিল
তব বদ্ধ-কবরী-কুন্তলে,
যে অশ্রুটুকু মুছেছিলে
তব পীত বসন-অঞ্চলে,

তারি সাথে ভেসে আসে
তব কণ্ঠ-মঞ্জু-সুর,
তারা কহে "পথ আছে,——
আরো বহু—বহু দূর।"
এই যে আজিকে আপনারে
ছিন্ন ছিন্ন করি
প্রকৃতির মাঝে অকাতরে
দিয়াছ বিতরি',
আজি মোর মদির অবসাদ মাঝে
এই মম জীবনের মলিনিম সাঁঝে,
ভেসে আসে সেই তব প্রিয় চিহ্নগুলি,
স্থির এ শোকজলধি মোর উঠিছে উছলি'
এল কি আজি মোর
বাঞ্ছিত সেই দিন—
শুধু একটি দিনের তরে
চেয়েছিনু যাহা ঋণ ?

বাঞ্ছিতা

হে মোর বহ্নিবীণা, হে ললিতা,
শিশির-ধৌত সদ্য-স্নাতা—
শ্যামল-বসনা হাস্য-মুখী ধরণীর মত ;
আপন লাবণ্যে, আঁখি তব করি' অবনত,
তুমি এলে মোর পিপাসিত এ জীবনে—
সেই কোন্ শুভক্ষণে

তোমার মোহন দিব্য তন্ত্রীরাজি
মুক্ত সুরের আবেগে সাজি'
অদৃশ্য সুন্দর তব অঙ্গুলির কল্প-পরশনে
যে তান ছড়াল' ক্ষুব্ধ-বক্ষ অলুক গগনে—
তাহার মূর্চ্ছনা আজি শুনি কাণে কাণে,
—এই কর্ম্মহারা দিনে।

স্থির চিত্ত উঠি' উছলিয়া—
অশ্রু-কণা ব্যথায় মিশিয়া,
শান্তি-বারি সম তপ্ত বক্ষে পড়িল ঝরিয়া ;
তব দৃষ্টির পরশে পুনঃ গেল অলক্ষ্যে মুছিয়া।
বুঝেছিনু তব বাণী আধ-খোলা নয়নে
সেই কবে-ভোলা দিনে ॥

তার পর তুমি চ'লে গেলে—
সুরের কোন্ আঁচল মেলে—
অজানা বিদেশে দৈনন্দিন কাহার আহ্বানে।
আমি আছি ব'সে এই নিদ্রাহীন জীবন-গহনে ;
এ ললাটে শুষ্কপত্র ঝ'রে পড়ে অবিরত,
তোমার স্পর্শের মত।

যদি তব প্রতি প্রিয় কাজ,
সাঙ্গ হয় জীবনের মাঝ—
যদি কোনোদিন এ জীবনে পাও-অবকাশ,
আমার নয়ন-পটে আপনারে করিও প্রকাশ ;
পূর্ণ করিব তোমা' স্পর্শহীন মঙ্গল-বরণে,
জীবনের শেষ দিনে।

দূরে !

ধরিত্রীর এই রুক্ষ বজ্র বুকে
আমি বেঁধেছিনু মোর পর্ণ কুটীরখানি,
তরুহীন ছিল অঙ্গন মোর,
শুষ্ক তটিনী-বুক—
প্রখর সূর্য্য ঢেলে দিল সেথা,
আপনার সবটুকু তাপ আনি।

মোর কল্প-স্বপনের উচ্চ আসন ত্যজি'—
তুমি প্রিয়া নেমে এলে—
মোর শূন্য পূজারে যাচি' ?

তুমি ফিরে গেলে মোর স্বপ্ন-স্বরগ ভূমে,
পূত তোমার চরণ যুগল,
মোর অঙ্গন নিল চুমে !

সেদিন তোমার পরশ পেয়ে
তরুহারা সেই অঙ্গন মোর—
আজি নন্দন বন,
পল্লবিতা লতার শাখে
বর্ণে বর্ণে নিত্য ফোটে
পুষ্প অগণন।

সেই বনানীর মধ্যখানে আমি যখন যাই—
পুষ্প পাতার রঙের খেলা দেখতে নাহি পাই,
দুর হ'তে বুঝি শুধু, এ সব নয় ক' ফাঁকি,
দূরে দূরে সদাই রব
দূরে দূরেই থাকি।

শান্তি

আজি এই কর্ম্মহীন দিনে
জ্যৈষ্ঠ শেষের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে,
আমি রহি এই মোর
রুদ্ধ কক্ষে বিজন শয়নে।
দুয়ার বাহিরে তপ্ত রবিকর
করিছে তার উন্মাদের খেলা।
জলহারা শুষ্ক পুষ্করিণী তটে—
জনহীন উত্তপ্ত প্রান্তরে—
অগ্নিময় ধূসর আকাশে—
জর্জ্জরিতা উন্মুখী ধরণী
—ভিক্ষা মাগে স্নিগ্ধ শান্তি-বারি।

বহুদূর হ'তে ক্ষণে ক্ষণে
পশিছে শ্রবণে,

তৃষাতুর কাতর বায়স-ধ্বনি ;
স্তব্ধ চরাচর মুখরিত করি'
ভেসে চ'লে যায় তা'রি ব্যর্থ প্রতিধ্বনি
বাহিরের সে ব্যাকুল ভিক্ষায়
নিথর ধরিত্রী পায়,
শুধু দীপ্ত বহ্নিচ্ছটা।

তবু প্রিয়া, মোর এই
নিরালা শয়ন মাঝে,
তোমার স্মরণগুলি আসি,
আঁখি হ'তে মোর
অশ্রুকণা ক্ষরিত করি'—
মোরে দেয়—
কোন্ এক
অফুরন্ত স্নিগ্ধ শান্তি বারি।

চঞ্চল

হে প্রিয়া ! বিস্তৃত এই ধরণীর মাঝে
জীবনের কত অকরুণ সাঁঝে,
গগনে গগনে দেখিয়াছি, আমারি বৈরাগ্যের গৈরিক বরণ,
সে শুধু ক্ষণিকের তরে, আমার অন্তরে দিয়াছে চেতন !

তারপর নিশি কেটে যায়
স্বপ্নহীন অলস নিদ্রায় ;
পুনরায় ফিরে আসে প্রভাত কিরণ,
দিন যায় চ'লে—বৃথা কাজে শুধু অকারণ,
জীবনের 'পরে লোভ আসে ফিরে,
অভেদ্য মোহে ঢাকা, আশা রহে ঘিরে।
তুমি রহ বিস্মৃতির গূঢ় অন্তরালে ;
এই ভাবে জীবনের দিন যায় চ'লে।

শুধু দিনান্তের সাথীহীন ব্যথাতুর সাঁঝে
মুহূর্ত্ত তোমারে স্মরণ করি জীবনের মাঝে।

অবসান

শুষ্ক এই পুষ্প হ'তে
খ'সে গেল পূজার চন্দন ;
জীবনের মধ্য হ'তে
ঝ'রে গেল হিয়ার স্পন্দন ;
এই কি তবে অবসান ?
যাবার বেলায় অচিন পথে
ব্যথা শেষের সাথে সাথে,
কেউ কি তোরা নিবি না রে আমার শেষের দান ?
আজ যে আমার অবসান !

বার্ত্তা

সেই চির-পরিচিত তব একখানি ঘর
এই মোর 'শপ্ত জীবনের অনিশ্চিত বর,
অতীত অস্তিত্বের মূক সাক্ষী সম—
আমার আপনার হ'তে গভীর আপনতম,
আজি সম্ভাষিল মোরে,
নিজেরে ব্যথাভরা শূন্যতায় ভ'রে।

এ মোর আকুল হিয়ার ব্যাকুল কম্পন
ব্যথার পাথারে মোর করিল মন্থন ;
উপেক্ষিত সেই ঘরখানির ধূলার রাশির 'পরে
দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু প'ড়েছিল ঝরে ;
আমার সেই অর্ঘ্যটুকু যে বাতাস বুকে করে নিল—
আজিকার তব সুদূর আবাসে, সে কি তাহা এনে দিয়েছিল ?

ব্যথার পরশ

এই জীবনের অমল প্রভাত বেলায়—
নীল আকাশের শুভ্র মেঘের খেলায়
তোমার পরশ পেয়েছিনু সজল আঁখির ঘায়,
আজকে আমার হৃদয়খানি তাই ত' ব্যথা পায়।

আমার থেকে বহুদূরে তোমার যাবার কালে
চরণ তোমার পড়ল আমার গানের তালে তালে ;
হৃদয় আমার উঠ্‌ল বেজে ভৈরবীর কোন্ সুরে
কোন্ বিষাদের তানে তানে আমায় দিল ভ'রে।

আমার কুটীর-বাতায়নে কোন্ গোধূলি-বেলা,
অস্তাচলের সীমানায় রক্ত-রাঙ্গা-খেলা,
একা ব'সে দেখ্‌তে ছিলাম নদীর উর্ম্মিমালা—
তাহার মাঝে বেয়ে গেলে তোমার রঙিন্ ভেলা।

মরমী

নদীর বুকে তোমার ডাক শুনেছিনু আমি,—
তার বদলে আমার ডাক শুনলে না যে তুমি!
ভেসে গেল তোমার তরী যেমনি এসেছিল,
প্রতিধ্বনি আমার ডাকের বাতাস নিয়ে গেল।

আমি জানি তোমার সেই শেষের তরী বাওয়া—
আর পাব না তোমার সেই করুণ আঁখির চাওয়া;
সেই যে তোমায় পেয়েছিনু সজল আঁখির ঘায়—
আজকে আমার হৃদয়খানি তাই ত' ব্যথা পায়।

নিষ্কাম

রৌদ্র ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে,
অসীম সাগর আমায় ডাকে
কোন্ সে গানের সুরে !

রূপ দীপালী মিটিয়ে-দেওয়া
শেষের গানের প্রথম ধূয়া
প'ড়ছে তাহায় ঝ'রে ।

স্মৃতির তুফান উঠল জেগে—
কাঁদ্‌ল হৃদয় ভিক্ষা মেগে
মন তটিনীর কুলে ;

শন্‌শনিয়ে পাগল বাতাস,
ব্যথিয়ে দিল সুনীল আকাশ
দখিন দুয়ার খুলে ।

কইল আমার প্রাণের কাণে,
"আজকে পাবি সঙ্গোপনে
তোর প্রেমের প্রতিদান।"

মন আমার বল্লে হাসি ভরে—
"নিষ্কাম মোর প্রেমের তরে
চাই না কোনই দান।"

কল্পনা।

কবি কহে "এ ধরণীরে নূতন করি' সৃজিব আবার"
কাব্য কহে "আমিই যে প্রভু, চির-নবীন জগৎ তোমার।"